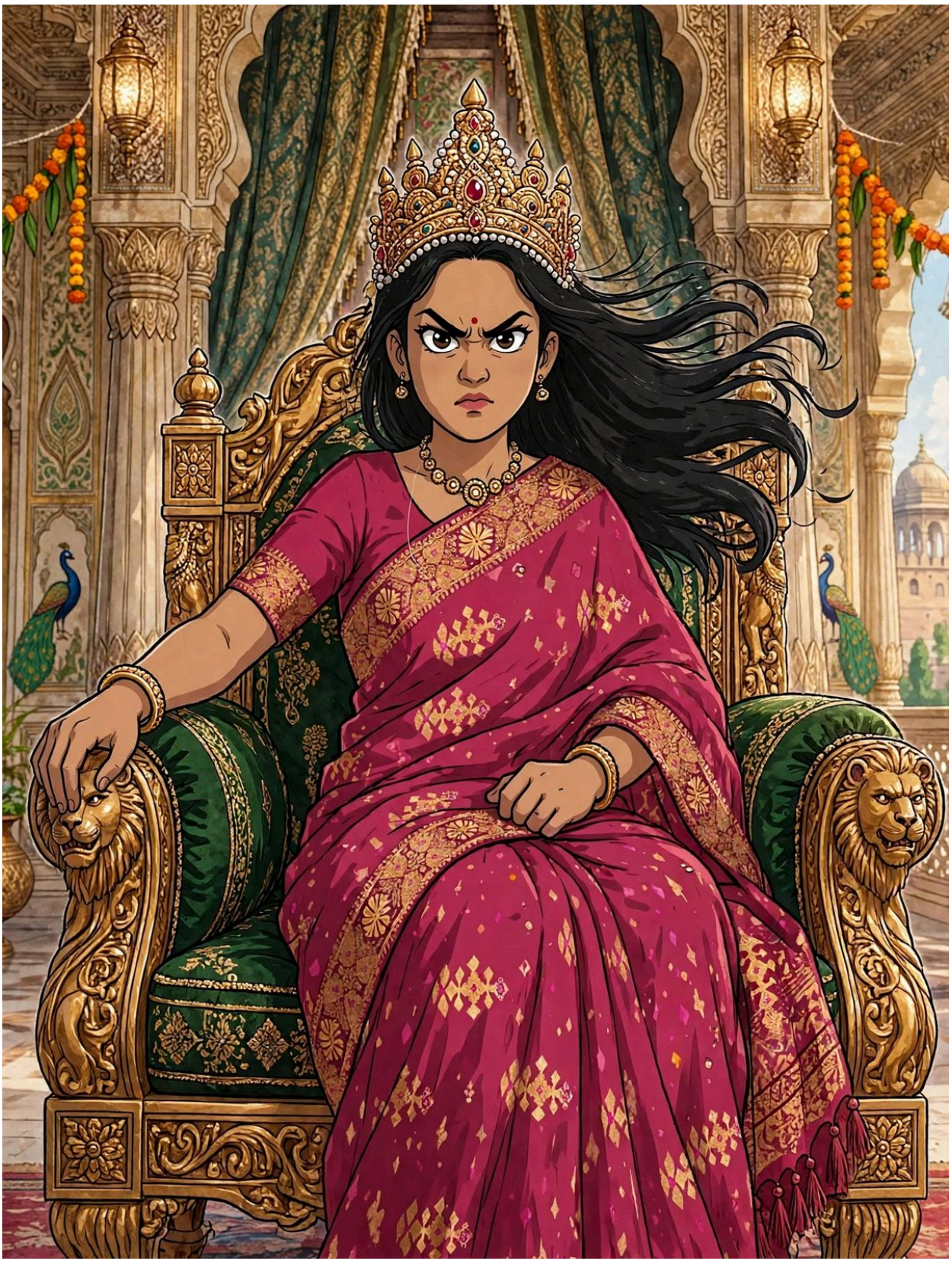
নাটোর | রেজি: নং-রাজ: ১৬১ | বুধবার, ২৮ অক্টোবর ২০২৬ | ২৯ বর্ষ

The Weekly Hishab
সাপ্তাহিক হিসাব
অন্তরালের সকল হিসাব এক কাগজে

রম্যরচনা

নীলাঞ্চলের রানী'মার কিঞ্চিত অম্বল হইয়াছে

লেখক: সেনাপতি হালাকু খান প্রকাশ: ২২ অক্টোবর ২০২৬ ২ মিনিট পাঠ



প্রজা বিদ্রোহের মুখে বাংলার অত্যাচারী বয়োবৃদ্ধ সম্রাজ্ঞী পূর্ব বাংলা থেকে পলায়ন করিয়া আশ্রয় নিয়াছেন পশ্চিম বাংলায়। সাথে অনেক সেনাপতি মন্ত্রী-শান্ত্রীও তার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া হাঁটিয়াছেন সেই পথে। যাইবার সময় তাহারা কিঞ্চিত মনি-মুক্তা সঙ্গে লইয়া গিয়াছেন। যাহা দিয়া তাহারা কয়েক জনম বসিয়া খাইতে পারিবেন। যাহারা যাইতে পারেন নাই তাহারা

যৎসামান্য আপ্যায়নের মধ্যে দিনাতিপাত করিতেছেন। কাহারো কাহারো নাকি পাগলা গারদে স্থান হইয়াছে। অনেকে আবার গিরগিটির আচরণ পরিগ্রহ করিয়াছেন। যাহা বাঙ্গালীর চিরায়ত সংস্কৃতি বলিলে অত্যুক্তি হইবেনা। যাহোক সম্রাজ্ঞীর দেশত্যাগের পর তাহার ভূখন্ডের রাজ্যগুলোতে রাজা জমিদাররাও বিদায় নিয়াছেন। একই ভাবে বদলাইয়াছে নীলাঞ্চলের সিংহাসনেশ্বরের। নীলাঞ্চলে নতুন রানীর আগমন ঘটিয়াছে। রাজ্য পরিচালনায় কদাচ ত্রুটি হইবার কারণে আগের রানী গদি হারা হইয়া মনের কষ্টে বিলেত চলিয়া গিয়াছেন। তাহার যাইবার পর নীলাঞ্চলের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন নতুন রানী। নামটাও তাহার খাসা সোনামনী আতাতুর্ক। কামাল আতাতুর্কের বংশধর কিনা এই মুহুর্তে ভাবিয়া পাইতেছিনা। তবে হাবভাব দেখিয়া তাহা আমার অবুঝ মনে উকিঁঝুকি মারিতেছে। যুগ বদলাইয়াছে নীলাঞ্চলে আর ঘোড়ার গাড়ি চলেনা। চিঠি লইয়া রানারের ঘন্টা শোনা যায়না। পাইক পেয়াদার বেশ-ভুসায় আসিয়াছে পরিবর্তন। সব বদলাইয়া গিয়াছে। বাবাদের মন্ত্রপাঠ কিন্তু বদলায়নাই। খুরকার মাথা মর্দন করিতে করিতে বলিলো বাবু এতো কিছু বদলাইলো কিন্তু চাটুকারতো বদলাইলোনা। কিঞ্চিত হাসিয়া কহিলাম বোকা সবকিছু বদলাইলে তারা পেট ফুলিয়া মরিয়া যাইবে। কারণ রাজ্যে এখনো উমেদাররা আছে, আর চাটুকার না থাকিলে হয়। খুরকাররা রসায়া রসায়া কথা কহিতে পারে। সে কহিলো শুনিয়াছেন বাবু, নতুন রানী'মার সাথে নাকি পত্রকারদের কিঞ্চিত অম্বল হইয়াছে। অবাক হইয়া কহিলাম সেটা আবার কি। বুঝলেননা বাবু একটু গোস্বা হইয়াছে। রানী'মা নাকি বেশ কড়া। তাই নাকি! আর বলছি কি! তাইতো চাটুকারের কথা কহিলাম। রানী'মার অম্বল সারাইতে কয়েকজন সাধুবাবা মন্ত্র শিখাইতে তাহার দরবারে হাজির হইয়াছে। তাহারাও নাকি পত্র লিখে। কত খবর যে রাখিস তোরা! তো সেইসব সাধুবাবাদের কাহাকেও চিনিতে বা নাম জানিতে পারিয়াছিস। খুরকার মুহুর্তের জন্য মুখ ব্যাদান করিয়া কহিলো সবার পরিচয়তো জানিতে পারিনাই বাবু; তবে শুনিয়াছি বামুন ঠাকুর নাকি ছিলো সেই দলে। খবর পাইলে আমাকে বলিস কিন্তু। তা আর বলতে। রাজ দরবার হইতে উমেদার খুরকর্ম করিতে আসিলে তাহার নিকট হইতে জানিয়া লইতে পারিবো বৈকি।

চলবে.....

(এই গল্পের চরিত্রগুলি কাল্পনিক)